

# দেশ ভাবনা – শ্রাবণ ২০১৬

একটি বাংলাদেশ ইউগেন্ড ফরডারুং প্রকাশনা

“আমার ও দেশের মাটির গন্ধে ভরে আছে সারা মন”





## সূচীপত্র:

উত্তরণের গল্প	৩
নতুন সদস্য নিয়মাবলী	৬
আমাদের পরিচিতি	৭
আগামী ২০১৬	৮



## উত্তরণের গল্প

ঝরে পড়া সম্ভাবনাময়ী সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষা বৃত্তি দিয়ে তার চলার পথ সুগমের জন্য বাংলাদেশ ইউগেন্ড ফরডারুং ই ফাউ এর জন্ম। জন্মলগ্ন থেকে এই সংগঠন অনেক ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি দিয়ে অনুপ্রেরণা দেয়ার চেষ্টা করে আসছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সেই গল্পগুলো আজো অনেকের কাছে হয়ত অজানা। যাদের

অর্জন, কৃতজ্ঞতা আমাদের আরো বেশি অনুপ্রেরণা দিয়েছে সেই গল্পগুলো জুয়েলের মতো আরো হাজার হাজার অনুপ্রেরণার গল্প তৈরি করবে সেই স্বপ্ন নিয়েই সবার সাথে শেয়ার করছি। প্রথম দুটি গল্প যাদেরকে নিয়ে লেখা তাদেরকে আমি সরাসরি চিনি না। তাদের খুব কাছের লোকদের থেকে আমি তাদের গল্পের অনুকপি সংগ্রহ করেছি।

### অনুগল্প-১

টাঙ্গাইল জেলার গয়হাটা ইউনিয়নের কলিয়া গ্রামের জুয়েল মিয়া। **যে গ্রামের** যেখানে প্রাথমিকের পর অধিকাংশ শিশু পড়ালেখা ছেড়ে সংসারের হাল ধরতো সেই গ্রামের এক সাধারণ কৃষক বাবার সন্তান জুয়েল মিয়া। পাঁচ ভাই বোনের বিশাল সংসার পিতা মারা যায় ২০০৮ সালে তারপর থেকে তার বড়

ভাই ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে সংসারে হাল ধরে এবং তার পক্ষে জুয়েলের পরালেখার খরচ বহন করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে এই অনিশ্চয়তার মাঝে তার পড়ালেখার কিছুটা সহায় হয় বাংলাদেশ ইউগেন্ড ফরডারুং ই ফাউ ... বাকী গল্প নিচের চিঠিতে



## JUGENDFÖRDERUNG E.V. BANGLADESCH

আমার স্বপ্নে আল্লাহ নব্বেন। আমার নাম: মোঃ তুয়েন মিয়া,  
পিতা: মৃত. ইয়াকুব আলী, মাতা: অনেকা বেগম, গ্রাম: কলিয়া,  
ইউনিয়ন: পদ্মহাটা, উপজেলা: নাগরপুর, জেলা: টাংগাইল,  
বিভাগ: ঢাকা, বাংলাদেশ। আমি মদুনাথ পাইলট স্কুলে  
স্কুল এন্ড কলেজে এর সর্বোচ্চ শ্রেণির একজন ছাত্র। খুব  
আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আপনাদের উপস্থিতি প্রকল্প থেকে  
আমাকে বৃত্তিপ্রাপ্ত হিসেবে সন্মানিত করা হয়েছে। জানুয়ারি  
২০১৩ থেকে এই বৃত্তির আওতায় আমাকে প্রতিমাসে  
৪০০ টাকা করে দেয়া হচ্ছে। আমি মোঃ আরিফুল্লাহ  
মোহাম্মদ স্যারের স্বার্থে প্রতিমাসে উপরোক্ত টাকার অর্থ  
ব্যবহার করছি। আপনাদের এই উপস্থিতির টাকা পেয়ে আমি  
খুবই উপকৃত হচ্ছি। আমরা পাঁচ ভাই-বোন। আজ থেকে  
পাঁচ বছর পূর্বে আমার বাবা মৃত্যুবরণ করেছেন। আমরা  
পরিবার সদস্য পাঁচ জন। আমার বড় ভাই ছোট ভাই গাড়ি  
চালক। সে ছোট ভাই গাড়ি চালিয়ে টাকা উপার্জন করে  
আমাদের সংসার চালায়। কিন্তু সে আমার পড়া-লেখার  
খরচ বহন করে না। আমরা একটি খুব দরিদ্র পরিবার।  
আমাদের নিজস্ব কোন জায়গা-জমি নেই। আমার বড়  
ভাই চান আমি মেন পড়া-লেখা না করি। কিন্তু আমি  
পড়া-লেখা করতে খুব আগ্রহী।

আপনাদের এই উপস্থিতির টাকা দিয়ে আমি বই-পত্র, খাতা  
কলম কেনা সহ আমি আমার পড়া-লেখার যাবতীয় খরচ  
চালাই। আমি যদি আপনাদের উপস্থিতির টাকা না পেতাম  
তাহলে হয়তো প্রতিদিন আমার পড়া-লেখা বন্ধ হয়ে  
মেরে। কিন্তু আমি অনেক দূর পড়া-লেখা করতে চাই।  
আমি খুব কষ্টে আমার পড়া-লেখা চালিয়ে যাচ্ছি। আমার  
স্বপ্ন আমি একজন পুলিশ অফিসার হব। উল্লেখ্য যে,  
বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আমোদিত পি.এস.সি. পরীক্ষায়  
আমি গোল্ডেন এ+ অর্জন করেছি। আমাকে এই  
উপস্থিতি প্রদানের জন্য আমি আপনাদের নিকট চির  
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনারা যদি আমার পক্ষে  
থাকেন তাহলে আমি অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারব।  
আপনারা আমার এই স্বপ্ন মনে আমার প্রাণ  
জ্বালিয়েছেন। আশা করি আপনারা আমার পক্ষে  
থাকবেন এবং আমাকে আমার কাজে সর্বোচ্চ  
সহায়তা করবেন। আমি আপনাদের  
সহায়তা কামনা করি। কারণ আপনাদের সাহায্য-  
সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে এগিয়ে যাওয়া  
সম্ভব নয়।



## অনুগল্প-২

টাঙ্গাইল জেলার আরেকজন রাসেল মিয়া, পিতা মারা যাওয়ার পর অনিশ্চয়তার মাঝে পড়ে এই হতদরিদ্র পরিবারের অদম্য কিশোরের।

তার স্বপ্নযাত্রার পথ কণ্টকাকীর্ণ হতে দেয়নি বাংলাদেশ ইউগেন্ড ফরডারুং ই. ফাউ। সম্ভাব্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার পড়ালেখার পথ করেছে অগ্রসরমান।

BANGLADESCH

## JUGENDFÖRÖRDERUNG E.V.

আমি মোঃ রাসেল মিয়া, পিতাঃ মৃত নান্নু মিয়া, মাতাঃ ছাহেরা বেগম। আপনাদের উপবৃত্তি প্রকল্প থেকে আমাকে বৃত্তিপ্রাপ্ত হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। মে, ২০১৩ থেকে এই বৃত্তির আওতায় আমাকে প্রতিমাসে ৪০০ টাকা এবং ২০১৫ থেকে ৬০০ টাকা করে দেওয়া হয়। মোঃ আরিফুজ্জামান (সোহেল), সমন্বয়কারী নাগরপুর উপজেলা, টাঙ্গাইল; তার কাছ থেকে আমি প্রতি মাসে উপবৃত্তি পেয়ে থাকি। সপ্তম শ্রেণীতে পড়াকালীন আমার পিতা মারা যান। পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি না থাকায় আর্থিক সংকট দেখা দেয়। যার ফলে আমার লেখা-পড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এমতাবস্থায় সপ্তম শ্রেণী থেকে আমাকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। এই টাকা দিয়ে আমি আমার খাতা, কলম, বই, স্কুলের বেতন সহ যাবতীয় কাজে ব্যয় করি। এই টাকার মাধ্যমে আমার লেখা-পড়া চালিয়ে যাচ্ছি। যদি আপনাদের প্রকল্প থেকে আমাকে উপবৃত্তি প্রদান না করা হতো, অন্যথায় আমার লেখা-পড়া বন্ধ হয়ে যেত। এছাড়া অনেক সময় পরীক্ষার ফি, স্কুলের পোশাক, প্রাইভেট ফি ও অন্যান্য কাজে টাকা দিতে আমার পরিবারের জন্য অনেক কষ্ট হয়। এই প্রকল্প থেকে যদি আমাকে অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্য করা হয়, তাহলে চির কৃতজ্ঞ থাকব। আমাকে এই প্রকল্প থেকে উপবৃত্তি প্রদান করার জন্য প্রকল্পের মূল কর্তাসহ সকল সদস্যদের আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন রইল।

মোঃ রাসেল মিয়া

নয়ানখান মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, নাগরপুর, টাঙ্গাইল।

শ্রেণী ৪- নবম

রোল নং-০৫



## নতুন সদস্য নিয়মাবলী

### নতুন সদস্য হওয়ার নিয়ম এবং নির্দেশিকা

বাংলাদেশ ইউগেন্ড ফরডারুং সদস্যদের আর্থিক অনুদানের ভিত্তিতে তার সেবা কর্ম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এই সেবা কর্মের পরিসর আরো বৃদ্ধি করার জন্য সর্বদা নতুন সদস্য আহ্বান করে থাকে। এখানে দুই ক্যাটাগরিতে সদস্য হওয়া যায়- ছাত্র আর কর্মজীবী। ক্যাটাগরি অনুযায়ী আর্থিক অনুদানের পরিমাণ ও নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই অনুদানের পরিমাণ ছাত্র ক্যাটাগরি মাসিক ৩ ইউরো আর কর্মজীবী ক্যাটাগরি ১০ ইউরো। উৎসুক যে কেউ এই সংগঠনের সদস্য হতে পারে যার নিয়মাবলী খুব সহজ। যে কেউ অনলাইনে সরাসরি নিচের লিঙ্কে গিয়ে নিজের তথ্য দিয়ে সদস্য হতে পারে।

সদস্য হওয়ার লিঙ্ক:

<http://www.bangladesch-jugendhilfe.de/jugendhilfe/Controls/membership.php?lang=en>

আবার কেউ চাইলে সদস্য না হয়ে অনুদান দিতে পারে। তার জন্য নিচের লিঙ্কে ক্লিক করতে পারেন।

এককালীন অনুদান দেওয়ার লিঙ্ক:

<http://www.bangladesch-jugendhilfe.de/jugendhilfe/Controls/donation.php?lang=en>

শুধু অনলাইনে এই কার্যক্রম সীমাবদ্ধ না, এই স্বৈচ্ছাসেবী সংগঠনে জড়িত যে কোন সদস্যদের সাথে নিজের স্বদিচ্ছার কথা প্রকাশ করে আপনি বা আপনারা হতে পারেন নতুন সদস্য। তবে কেন নয়? আপনি হয়ে যান আমাদের পরিবারের সদস্য। বাড়িয়ে দেন দুঃস্থ অদম্য আত্মপ্রত্যয়ী সে সব হার না মানা অন্তঃ প্রান বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের তরে আপনার হাত। কবি তাইতো বলে গেছেন “সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে”। আপনার আমার স্মিলিত প্রচেষ্টায় আলো দেখুক সম্ভাবনাময়ী নতুন প্রজন্ম। যাদের আলোর মশাল আলোকিত করবে আমার আপনার প্রিয় স্বদেশ বাংলাদেশ। আপনার প্রত্যাশায় আমরা আজ ...  
কথায় তো আছে দেশের লাঠি একের বোঝা...



## আমাদের পরিচিতি

বাংলাদেশ ইউগেন্ড ফরডারুং তার জন্মলন্ধি (এপ্রিল ২০০৮) থেকে ছাত্রছাত্রীদেরকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করে আসছে, যার সেবা কার্যক্রম আজ বাংলাদেশের ২০ টি জেলায় অধিভুক্ত। ১৫৯ জন সদস্যদের সরাসরি আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত এই সংগঠনের পরিচালনা খরচ ১০.৬০% (যা বাংলাদেশে টাকা পাঠানোর সার্ভিস চার্জ হিসেবে ব্যয় হয়ে থাকে)

### এক নজরে বাংলাদেশ ইউগেন্ড ফরডারুং

- ২০১৪ সালে সর্বমোট ২৯৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করে
- ২০১৫ সালে সর্বমোট ২৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করে
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৫৯ জন
- সেবা আওয়তাতভুক্ত জেলা ২০
- পরিচালনা খরচ ১০.৬০%
- নতুন পরিচালনা কমিটি - ২০১৬
  - চেয়ারপার্সন- জনাব মোহাম্মদ আবু ফাহিম
  - ডেপুটি চেয়ারপার্সন- জনাব আনিসুল হক
  - ডেপুটি চেয়ারপার্সন- জনাব তারিকুজ্জামান
  - ডেপুটি চেয়ারপার্সন- জনাব রাজীব আহসান
  - ডেপুটি চেয়ারপার্সন- জনাব মোহাম্মদ মোয়াখরুল ইসলাম
  - কোষাধ্যক্ষ- ডাঃ. মার্টিন ব্রাউন
  - সেক্রেটারি- বেগম উরসুলা আইখলার



## আগামী ২০১৬

গত ০৩ জুন ২০১৬ বিকাল ০৭-৩০ ঘটিকায়, বাংলাদেশ ইউগেন্ড ফরডারুং এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ডাক্তার মার্টিন ব্রাউনের চেয়ারে অনুষ্ঠিত হয় কার্যকরি কমিটির সভা।

দু-ঘণ্টা স্থায়ী এই সভায় এজেন্ডা পেশ করেন নতুন সভাপতি মোহাম্মদ আবু ফাহিম। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সভাপতি এবং সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউল মল্লিক, তারিকুজ্জামান, মোহাম্মদ আবু ফাহিম, মোহাম্মদ

মোয়াখরুল ইসলাম, রিচার্ড আওয়ার, মার্টিন ব্রাউন, রাজীব আহসান, আব্দুল্লাহ আল মনজুর এবং হোসাইন মোহাম্মদ তালিবুল ইসলাম। সভায় প্রাধান্য পায় দেশে টাকা পাঠানো নিয়ে উদ্ভূত সমস্যা এবং তার সমাধানের উপায়, বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা, নতুন সদস্য বাড়ানো, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়মিত কার্যক্রম চালনা এবং পুরো বছরের কর্ম পরিকল্পনা।



ছবি ১: সভায় উপস্থিত সদস্যমণ্ডলী